কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)

গবেষণা সিরিজ-১২

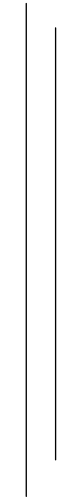

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	মূল বিষয়	১০
৪	মানব-জাতির জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ভুল ঢুকানোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহর কিতাব ও মুহাম্মাদ স.-এর সুন্নায় থাকা ভবিষ্যদ্বাণী	১১
৫	জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎস ও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালার সারসংক্ষেপ ও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	১৯
৬	কুরআন ব্যাখ্যার প্রচলিত মূলনীতি	২১
৭	জ্ঞানের প্রকৃত উৎসসমূহ এবং সেগুলোর তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক পার্থক্যের সারসংক্ষেপ	২৩
৮	বাস্তব উদাহরণের ভিত্তিতে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ ও প্রমাণিত জ্ঞান ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)	২৪
৯	কুরআন অনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ ও প্রমাণিত জ্ঞান ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)	৩১
১০	সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ ও প্রমাণিত জ্ঞান ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)	৪২
১১	নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের (নীতিমালা) বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৬৭
১২	প্রবাহচিত্রটি (নীতিমালা) বিশ্বাস ও অনুসরণ করার গুরুত্ব	৬৮
১৩	প্রবাহচিত্রটি ব্যবহার করে ব্যক্তি মানুষ কত সময়ে সঠিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে	৭১
১৪	প্রবাহচিত্রটির প্রয়োগ ক্ষেত্রের ব্যাপকতা	৭৭
১৫	প্রবাহচিত্রটির যে স্তরে পৌঁছালে ইসলামের যে পরিমাণ বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হয়	৭৮
১৬	কুরআন, হাদীস ও Common sense/আকলকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতিসমূহ	৭৯
১৭	শেষ কথা	৮২

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতনের
মূল কারণ ও প্রতিকার জানতে
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের বইগুলো পড়ুন
এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সারসংক্ষেপ

জ্ঞান মানুষকে পরিচালিত করে। সঠিক জ্ঞান সঠিক পথে এবং ভুল জ্ঞান ভুল পথে মানুষকে পরিচালিত করে। জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো জ্ঞানের উৎস। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো উৎস বা উৎসগুলো ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালা। জ্ঞানের উৎসে ভুল থাকলে সরাসরি ভুল জ্ঞান অর্জিত হয়। আবার উৎস বা উৎসগুলো ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালায় ভুল থাকলেও ভুল জ্ঞান অর্জিত হয়। তাই জ্ঞানের উৎস এবং সে উৎস ব্যবহার করে জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) মানব জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞানের উৎস এবং উৎসসমূহ ব্যবহার করে জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রে (নীতিমালায়) অনেক মৌলিক ভুল বিদ্যমান। এ অবস্থা চলতে থাকলে মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতিত অবস্থা থেকে উত্তরণ একেবারেই অসম্ভব। আলোচ্য বইটি সম্মানিত পাঠকদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালা কী হবে সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দেবে ইনশাআল্লাহ। তাই পুস্তিকাটি মুসলিম জাতিকে বিশ্ব দরবারে তাদের হারানো স্থান ফিরে পেতে ভীষণভাবে সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

মূল বিষয়

এ কথা দিবালোকের মতো সত্য যে, সঠিক জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথে এবং ভুল জ্ঞান মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে। সুতরাং জ্ঞানের উৎসে ভুল হলে সরাসরি ভুল জ্ঞান অর্জিত হয়। আবার উৎস বা উৎসগুলো ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রে (নীতিমালায়) ভুল থাকলেও অবশ্যই ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। তাই জ্ঞানের উৎস ও প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) মানব জীবনের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়।

জ্ঞানার্জনের প্রচলিত ইসলামী উৎস ও প্রবাহচিত্রের সাথে প্রকৃত উৎস ও প্রবাহচিত্রের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। তাই ইসলাম শেখা বা শেখানোর প্রচলিত উৎস ও প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) বিভিন্নভাবে মুসলিম জাতির মহাক্ষতি করে যাচ্ছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দুটি ক্ষতি হয়েছে বা হচ্ছে তা হলো–

১. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃত উৎসসমূহ ব্যবহারের যে অসাধারণ প্রবাহচিত্র (Flow chart) আল্লাহ দিয়েছেন তা মুসলিম জাতি আলোতে আনতে পারেনি।

২. সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির ফলে উন্নত হওয়া Common sense/ আকল ব্যবহার করে কুরআন-সুন্নাহর যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে ইসলামকে শ্রেষ্ঠ জীবন-ব্যবস্থা এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে মুসলিম উম্মাহ ব্যর্থ হয়েছে এবং হচ্ছে।

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হলো– কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/ আকল। বর্তমান পুস্তিকাটিতে আলোচনা করা হবে– কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকল ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) নিয়ে। বইটি মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার অপরিসীম উপকারে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

মানব-জাতির জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ভুল ঢোকানোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহর কিতাব ও মুহাম্মাদ স.-এর সুন্নায় থাকা ভবিষ্যদ্বাণী

আমরা এখন মানব-জাতির জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ভুল ঢোকানোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কুরআন ও মুহাম্মাদ স.-এর সুন্নায় থাকা ভবিষ্যদ্বাণী কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি তথ্য থেকে জানার চেষ্টা করবো।

আল কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

মানব-জাতির দুনিয়ার জীবনের অনেক মৌলিক বিষয়, মূল ষড়যন্ত্র এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ের তথ্যসংবলিত মঞ্চায়িত চমৎকার এক জীবন্তিকা আসমানি গ্রন্থে আছে। জীবন্তিকাটির সংলাপের মাধ্যমে যে তথ্যগুলো জানানো হয়েছে সেগুলো মানব সভ্যতার দুনিয়ার জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী বলা যায়। আসমানি গ্রন্থের শেষ সংস্করণ আল কুরআনে জীবন্তিকাটি নির্ভুলভাবে আছে।

জীবন্তিকাটির বিভিন্ন দিক

রচয়িতা : মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'য়ালা।
ঘটনার সময়কাল : মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর আগে।
ঘটনার স্থান : আল্লাহ তা'য়ালার শাহী দরবার এবং জান্নাত।
জীবন্তিকাটিতে যারা ভূমিকা রেখেছেন–

১. আল্লাহ তা'য়ালা– মূল ভূমিকা
২. মানবজাতির পিতা– প্রথম মানুষ ও নবী আদম আ.
৩. মানবজাতির মাতা– হাওয়া আ.
৪. সকল মানবরূহ
৫. ফেরেশতাকুল
৬. সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী জ্বিন
৭. মানবজাতির শত্রু (ষড়যন্ত্রকারী)– ইবলিস শয়তান।

জীবন্তিকাটিতে উল্লিখিত মানবতার শত্রু ইবলিসের ষড়যন্ত্রের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী নিম্নরূপ–

ভবিষ্যদ্বাণী-১

ইবলিসের কথা

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ .

সে (ইবলিস) বললো– আপনি যেহেতু (মানব-জাতির কারণে) আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো। (সুরা আ'রাফ/৭ : ১৬)

সংলাপটির শিক্ষা

মহান আল্লাহ মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলতার সাথে পরিচালিত করে পরকালের অনন্ত শান্তি ভোগ করার জন্য যে স্থায়ী পথ দিতে যাচ্ছেন সে পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য ইবলিস সর্বক্ষণ চেষ্টা করবে।

জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়– জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া। কারণ, এটি করতে পারলে–

১. যে ব্যক্তিই ঐ উৎস ও নীতিমালা অনুযায়ী জ্ঞানার্জন করবে সে ভুল জ্ঞানার্জন করবে।
২. যে যত বেশি জ্ঞানার্জন করবে তথা উচ্চতর পড়াশোনা করবে সে তত বেশি ভুল জ্ঞানার্জন করবে।

এর ফল স্বরূপ মানুষের আমলে মৌলিক ভুল হবে। আর এর চূড়ান্ত ফল মানুষের উভয় জীবনের ব্যর্থতা ও অশান্তি। তাই ইবলিস সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করবে মানব-জাতির জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য।

ভবিষ্যদ্বাণী-২

ইবলিসের কথা

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ .

অতঃপর **আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান দিক ও বাম দিক থেকে।** আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকরকারী) হিসেবে পাবেন না।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭)

সংলাপটির বোল্ড করা অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ইবলিস মানব-জাতিকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়া জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র চালাবে। মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে দেখা যায়– ইবলিসের চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের কারণে মানব-জাতি আল্লাহর দেওয়া জীবন পরিচালনা পথের সঠিক নামটিও হারিয়ে ফেলেছে। আল্লাহর দেওয়া জীবন পরিচালনা পথের নাম হলো স্থায়ী পথ। আর ইবলিস শিখিয়েছে সরল পথ।

স্থায়ী পথ এবং সরল পথের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। স্থায়ী পথ হলো সে পথ যার মূলনীতি প্রথম দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত। কিন্তু সরল পথের মূলনীতি সময়ের ব্যবধানে পাল্টাতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– ১৯৭০-৭৫ সনে আমি যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলাম তখন শল্যবিদ্যার (Surgery) একটি মূলনীতি ছিল Big surgeon big incision– যে যত বড়ো সার্জন হবে সে অপারেশনের সময় তত বড়ো করে কাটবে। ১৯৮০ দশকে সে মূলনীতি পাল্টিয়ে হয়ে গেল Big surgeon small incision– যে যত বড়ো সার্জন হবে সে অপারেশনের সময় তত ছোটো করে কাটবে।

যে ইবলিস মানব সভ্যতাকে আল্লাহর দেওয়া জীবন পরিচালনার পথটির নামই পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম হয়েছে সে ইবলিস ও তার দোসররা মানব সভ্যতার জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালাসহ মৌলিক জ্ঞানকে যে তছনছ করে দিয়েছে তা সহজেই বলা যায়।

ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা'** (গবেষণা সিরিজ-৩৯) নামক বইটিতে।

সুন্নাহর (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) ভবিষ্যদ্বাণী
হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ..... عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ العِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ. فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ: كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ فَوَاللهِ لَنَقْرَأَنَّهُ

وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا . وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ؟ قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ: صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِنْ شِئْتَ لَأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ: الْخُشُوعُ، يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا.

ইমাম তিরমিযী রহ. আবূ দারদা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ দারদা রা. বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন– **এই (এক) সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে, এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না।** যিয়াদ ইবনে লাবীদ আল-আনসারী রা. জিজ্ঞেস করলেন– আমাদের কাছ থেকে কীভাবে ইলম ছিনিয়ে নেওয়া হবে? অথচ আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি। আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমরা তা তিলাওয়াত করব এবং আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদেরকেও শেখাবো। তিনি বললেন, হে যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, আমি তো তোমাকে মদীনার অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই গণ্য করতাম! দেখো, ইহুদী-নাসারাদের কাছেও তাওরাত ও ইনজীল রয়েছে, তা তাদের কী উপকারে আসছে? জুবাইর রা. বললেন, তারপর আমি 'উবাদা ইবনুস সামিত রা.-এর সাথে দেখা করে বললাম, আপনার ভাই আবূ দারদা রা. কী বলেছে তা আপনি শুনতে পাননি? আবূ দারদা রা. যা বলেছে, সেটি আমি তার কাছে বললাম। তিনি বলেন, আবূ দারদা রা. ঠিকই বলেছেন। তুমি চাইলে আমি তোমাকে একটি কথা বলতে পারি। ইলমের যে বিষয়টি সর্বপ্রথম মানুষের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে তা হলো বিনয়। খুব শীঘ্রই তুমি কোনো জামে মসজিদে গিয়ে হয়তো দেখবে যে, একজন লোকও সেখানে বিনয়াবনত নয়।

- সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৫৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীসটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

'এক সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এক সময় ইবলিস ও তার দোসররা ষড়যন্ত্র করে মানব সভ্যতাকে কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

'এমনকি এ বিষয়ে (ইলম বিষয়ে) তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : শয়তান ও তার দোসররা জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও জ্ঞানার্জনের মূলনীতি এমনভাবে পরিবর্তন করে দেবে যে- কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে তা থেকে সঠিক জ্ঞানার্জনের ক্ষমতাও মুসলিমরা হারিয়ে ফেলবে।

হাদীসটির প্রচলিত ব্যাখ্যা : হাদীসটি এবং এ ধরনের আরও দু-একটি হাদীসের প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে চালু হওয়া একটি কথা হলো– কিয়ামতের আগে কুরআনের সকল অক্ষর আল্লাহ উঠিয়ে নেবেন। অর্থাৎ কুরআন সাদা হয়ে যাবে। আর এটি কিয়ামতের একটি আলামত।

হাদীসটির প্রচলিত ব্যাখ্যা সঠিক নয় বরং প্রথম ব্যাখ্যাটি সঠিক তা পরোক্ষভাবে বোঝা যায় হাদীসটির পরের অংশ এবং সরাসরি বোঝা যায় ২ নং হাদীসটি থেকে।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ... ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

ইমাম বুখারী রহ. 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল বিন আবী উয়াইস থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি– আল্লাহ সরাসরি তাঁর বান্দাদের থেকে 'ইলম' উঠিয়ে নেবেন না। বস্তুত ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষ অজ্ঞদেরকেই মাথা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের কাছে কিছু জানতে চাইলে জ্ঞান না থাকলেও

তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে। অতঃপর তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।

- বুখারী, *আস সহীহ*, হাদীস নং ১০০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিকে ১ নম্বর হাদীসটির মূল বক্তব্যের (এক সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে, এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না) ব্যাখ্যামূলক হাদীস বলা যায়।

হাদীসটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

'আল্লাহ সরাসরি তাঁর বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক সরাসরি কুরআনের অক্ষর বা আয়াত উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে না।

'আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞানী লোক না থাকার কারণে। কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞানী লোক হলো তারা– যারা আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃত উৎসসমূহ এবং সেগুলো ব্যবহারের প্রকৃত নীতিমালা অনুসরণ করে ইসলাম তথা জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করেছে।

'যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষ অজ্ঞদেরকে মাথা হিসেবে গ্রহণ করবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : মানব শরীরে জ্ঞান থাকে মাথায়। অর্থাৎ মাথা হলো জ্ঞানের আধার। তাই এ অংশের ব্যাখ্যা হবে– যখন জ্ঞানের প্রকৃত উৎসসমূহ এবং তা ব্যবহারের প্রকৃত প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) ব্যবহার করে শিক্ষিত হওয়া প্রকৃত জ্ঞানী থাকবে না তখন ইবলিস ও তার দোসরদের বানানো উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষিত হওয়া ব্যক্তিদেরকে মানুষ মাথা তথা জ্ঞানের আধার (জ্ঞানী/আলিম) হিসেবে গ্রহণ করবে। কিন্তু আসলে তারা ভুল জ্ঞান ধারণকারী এবং অজ্ঞদের থেকেও ক্ষতিকর ব্যক্তি।

'তাদের কাছে কিছু জানতে চাইলে, জ্ঞান না থাকলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ইবলিস ও তার দোসরদের বানানো উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষিত হওয়া আলিম/জ্ঞানী খেতাবধারী ব্যক্তিদের কাছে কোনো ফতওয়া জানতে চাইলে, সঠিক জ্ঞান না থাকার পরও তারা সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবে। অর্থাৎ তাদের শেখা ভুল জ্ঞান অনুযায়ী তারা সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবে।

'অতঃপর তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ইবলিস ও তার দোসরদের বানানো উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষা অর্জন করে আলিম খেতাব পাওয়া ব্যক্তিরা–

১. ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

২. অন্যদের পথভ্রষ্ট করবে।

মন্তব্য : এ হাদীসটি মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থার প্রায় শতভাগ সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী। এ হাদীসটি প্রমাণ করে দেয় যে– রসূল স. আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি নিয়ে সকল দ্বীনবিষয়ক কথা বলতেন।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَسَائِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد . . .

. . . . . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُنْقَضِي وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا.

ইমাম নাসাঈ রহ. আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা.-এর বর্ণিত সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– তোমরা কুরআন শিক্ষা করো ও তা মানুষকে শিক্ষা দাও। তোমরা ইলম অর্জন করো আর তা মানুষকে শিক্ষা দাও। আর তোমরা ফারাইয তথা ফরজ শিক্ষা করো এবং মানুষকে শিক্ষা দাও। কারণ, খুব তাড়াতাড়িই ইলম পৃথিবী থেকে চলে যাবে এবং ভুল তথ্য প্রকাশ পাবে। এমনকি দুইজন ফরজ বিষয়ে মতবিরোধ করবে আর তাদের মধ্যে ফায়সালা দেওয়ার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না।

- নাসাঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং-৬৩০৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীসটির অংশভিত্তিক প্রকৃত ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

'তোমরা কুরআন শেখো এবং তা মানুষকে শেখাও' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : এ অংশে রসূল স. সকল মু'মিনকে কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে এবং তা মানুষকে শেখাতে বলেছেন।

'তোমরা ফারায়েজ শেখো ও তা মানুষকে শেখাও' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : 'ফারায়েজ' শব্দটি 'ফরজ' শব্দের বহুবচন। ফরজ শব্দের একটি অর্থ হলো মৌলিক। অন্যদিকে কুরআনে আছে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় এবং একটিমাত্র অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুদের সালাত)। তাই এ অংশের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা হবে– তোমরা কুরআন তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো শেখো এবং সেগুলো মানুষকে শেখাও। গুরুত্ব অনুযায়ী ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর অবস্থান হবে–

১. জ্ঞানের উৎস।
২. জ্ঞানার্জনের মূলনীতি।
৩. অন্যান্য মৌলিক জ্ঞান।

'খুব তাড়াতাড়িই ইলম পৃথিবী থেকে চলে যাবে এবং ভুল তথ্য প্রকাশ পাবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : রসুলুল্লাহ স. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর শীঘ্রই কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষাকে সরিয়ে দিয়ে সে স্থানে ইবলিস ও তার দোসররা ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেবে।

'এমনকি ফারায়েজ বিষয়েও মানুষ মতপার্থক্য করলে তা সমাধান করার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ইবলিস ও তার দোসররা জ্ঞানের উৎসের তালিকা এবং জ্ঞানার্জনের মূলনীতি এমনভাবে পাল্টিয়ে দেবে যে, ইসলামের প্রকৃত জ্ঞানী/আলিম সমাজে থাকবে না। তাই–

১. ইসলামের মূল বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলেও তা সমাধান করার মতো কোনো আলিম/জ্ঞানী লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না বা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে।
২. ইসলামের মৌলিক বিষয়ে উত্থাপিত অনেক প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার মতো কোনো আলিম/জ্ঞানী পাওয়া যাবে না।